একক - 10 ❑ বিদ্যালয় স্বাস্থ্য পরিসেবায় সমাজকর্মীর ভূমিকা ঃ ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি, বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষের, সুযোগসুবিধা, পরিবেশ, স্বাস্থ্যবিধান এবং চাইল্ড টু চাইল্ড প্র্যাকটিস

গঠন

10.1. ভূমিকা

10.2. বিদ্যালয়ে ব্যক্তিগত স্বাজ্যবিধির উন্নতিবর্ধনে সমাজকর্মীদের ভূমিকা

10.3. বিদ্যালয় শ্রেণিকক্ষে সুযোগসুবিধা প্রদানে সমাজকর্মীর ভূমিকা

10.4. স্বাস্থ্যকর প্রাকৃতিক বিদ্যালয় পরিবেশ উন্নতিবর্ধনে সমাজকর্মীদের ভূমিকা

10.5. বিদ্যালয় স্বাস্থ্যবিধানের উন্নতিবর্ধনে সমাজকর্মীর ভূমিকা

10.6. চাইল্ড টু চাইল্ড প্র্যাকটিসের উন্নতিবর্ধনে সমাজকর্মীর ভূমিকা

10.7. প্রশ্নাবলি

10.8. গ্রন্থপঞ্জি

10.1. ভূমিকা

সমকালীন সমাজব্যবস্থা স্বাস্থ্য পরিচর্যার সুযোগবৃধ্বি, শিক্ষা এবং পারিবারিক কাঠামোর পরিবর্তন বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য পরিসেবার প্রয়োজনীয়তা এবং চাহিদার বৃধ্বি ঘটিয়েছে। এখন ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন রকমের এবং জটিল স্বাস্থ্য সমস্যার মোকাবিলায় এক নতুন ধরনের বিদ্যালয় স্বাস্থ্য পরিসেবার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় বিষয়গুলি ছাড়াও এখন বিদ্যালয়গুলি চেষ্টা করছে আর্থসামাজিক, পারিবারিক এবং বিবাহ সম্বন্ধীয়, দারিদ্র্য, পদার্থের অপব্যবহার এবং হিংসা ইত্যাদি সমস্যাগুলির সাথে মানিয়ে চলতে।

একজন সমাজকর্মী মুখ্যব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিয়ে বিদ্যালয় স্বাস্থ্য পরিসেবা যাতে সকল ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করবেন। সাধারণত সমাজকর্মীরা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রদান করে থাকেন এমন ব্যক্তিদের, ডাক্তারদের এবং স্থানীয় স্বাস্থ্য আধিকারের, স্থানীয় সরকারের এবং NGOর সাথে সহযোগীরূপে কাজ করবেন যাতে করে ফলপ্রসূ এবং উৎকর্ষ বৃধ্বি করা হয়েছে এমন স্বাস্থ্যপরিসেবা শিশুদের। কিশোর-কিশোরীদের এবং যুবক-যুবতীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়।

আমেরিকান অ্যাকাডেমি অব পেডিয়াট্রিকস্-এর মতে বিদ্যালয় স্বাস্থ্য কর্মসূচির উদ্দেশ্যগুলি হল—

- প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিসেবায় অভিগমনের অধিকার নিশ্চিত করা।
- আপৎকালীন স্বাস্থ্য সমস্যা মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় রীতি বা প্রণালী প্রণয়ন করা।
- বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্যপরীক্ষা এবং প্রতিষেধকের ব্যবস্থা করা।

➠ ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরিচর্যার চাহিদা এবং তার মেটানোর ব্যবস্থা করা যাতে তাঁরা শিক্ষাক্ষেত্রে অভীষ্ট সাধনে সক্ষম হয়।

উপরিউক্ত উদ্দেশ্যগুলি প্রতিরোধ এবং শীঘ্র ব্যবস্থা গ্রহণের উপর জোর দেয় যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা ভবিষ্যৎ সুখী জীবনযাপন করতে সক্ষম হয়। সমাজকর্মীরা বিদ্যালয় স্বাস্থ্য উন্নতিবর্ধনের কর্মসূচি রূপায়ণে এবং ব্যবস্থাপনায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারে। এ ছাড়াও সমাজকর্মীরা স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় কাউন্সেলিং ছাত্র-ছাত্রীদের প্রদান করতে পারে। আবার প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য তাঁরা অধিবক্তা (advocate) হিসাবেও অর্থকরী ভূমিকা নিতে পারঙ্গম। সমাজকর্মীরা স্থানীয় চিকিৎসক কমিউনিটি অরগানাইজেশন, যুব সংগঠন, NGO, পৌর প্রতিষ্ঠান, পঞ্চায়েত, বিমা প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে সহযোগী হয়ে বিদ্যালয় স্বাস্থ্য পরিসেবাকে একটি অংশগ্রহণমূহক, সামাগ্রিক এবং সফল পরিসেবায় রূপান্তরিত করতে পারেন।

সফল বিদ্যালয় স্বাস্থ্য কর্মসূচিগুলি পর্যালোচনা করে বলা যায় যে সমাজকর্মীরা প্রধানত তিনটি মূখ্য ভূমিকা পালন করেন বিদ্যালয় স্বাস্থ্য উন্নতিবর্ধনে।

1. ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য শিক্ষাপ্রদান প্রধানত নজর দেওয়া হবে স্বাস্থ্য উন্নতি এবং রোগে প্রতিরোধে।

2. ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সীমাবদ্ধ স্বাস্থ্য পরিসেবার ব্যবস্থা করা যাতে সাধারণ রোগব্যাধির প্রাথমিক পর্যায়েই চিকিৎসা হয় ও প্রাথমিক শুশ্রূষা প্রদান এবং কঠিন এবং কঠিন এবং সংকটজনক রোগবালাই-এর ক্ষেত্রে নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির স্মরণ নিতে পারা সম্ভব হয়।

3. ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্য করা যাতে তাঁরা তাঁদের জ্ঞান, মূল্যবোধ, বিশ্বাস, অভিব্যক্তি এবং অভ্যাস পরিবর্তন করতে পারেন এবং অবাস্তব ও ভুল ধারণা সংশোধন করতে সক্ষম হন— যা তাঁদের স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনে সক্ষম করে তুলবে।

10.2. বিদ্যালয় ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধির উন্নতিবর্ধনে সমাজকর্মীদের ভূমিকা

সমাজকর্মীরা ছাত্র-ছাত্রীদের নিম্নলিখিত স্বাস্থ্যবিধিগুলি মেনে চলতে ছাত্র-ছাত্রীদের পরামর্শ দেবেন—

➠ ছোটোখাটো আঘাত এবং কাটাছেঁড়া পরিষ্কার রাখতে হবে।

➠ নিয়মিত সাবান ব্যবহার করে স্নান করতে হবে।

➠ মলত্যাগের পর হাত ভাল করে পরিষ্কার করতে হবে।

➠ পরিষ্কার কাপড় জামা পরতে হবে।

➠ হাতের নখ নিয়মিত ভাবে কেটে ছোটো রাখতে হবে।

➠ দিনে দুবার দাঁত ব্রাশ লাগিয়ে তা পরিষ্কার রাখতে হবে।

➠ প্রস্রাব বা মলত্যাগ করার পর গোপনাঙ্গ (সামনে থেকে পিছনে) ধুতে হবে।

➠ নিয়মিত অন্তর্বাস পরিবর্তন করতে হবে।

➠ গোপনাঙ্গের চুল নিয়মিতভাবে কেটে ছোটো রাখতে হবে।

➠ মাসিকের সময় স্যানাটারি ন্যাপকিন অথবা পরিষ্কার কাচা এবং রৌদ্রে শুকানো কাপড় ব্যবহার করা উচিত।

10.3. বিদ্যালয় শ্রেণিকক্ষে সুযোগসুবিধা প্রদানে সমাজকর্মীর ভূমিকা

সমাজকর্মী প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ প্রণালী (Direct observation method) ব্যবহার করে শ্রেণিকক্ষের সুযোগ-

সুবিধা বিশ্লেষণ করবেন। তিনি ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, পরিচালন সমিতির সদস্য, পঞ্চায়েত এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বর্গের মধ্যে আলোচনার ব্যবস্থা করবেন যাতে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা বনাম শ্রেণিকক্ষের সংখ্যা, বসবার ব্যবস্থা, ব্ল্যাকবোর্ড, প্রাপ্তিযোগ্য আসবাবপত্র, বই, শিক্ষণে উপযোগী জিনিসপত্র (Learning materials) অডিও-ভিসুয়াল (শ্রবণ এবং দর্শন) ফেসিলিটি, খেলার সরঞ্জাম ইত্যাদি সম্পর্কে একটি সার্বিক ধারণা গড়ে তুলতে সক্ষম হন। সমাজকর্মী চেষ্টা করবেন স্থানীয় আধিকারিক, পঞ্চায়েত, পৌরপ্রতিষ্ঠান, স্থানীয় বিধায়ক এবং সাংসদ, NGO, দাতা প্রতিষ্ঠান এবং সাধারণ মানুষকে প্রমাণ এবং যুক্তির দ্বারা দৃঢ়প্রত্যয়ী করে তুলবেন যাতে শ্রেণিকক্ষে প্রয়োজনীয় সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা করা যায়।

10.4. স্বাস্থ্যকর প্রাকৃতিক বিদ্যালয় পরিবেশ উন্নতিবর্ধনে সমাজকর্মীদের ভূমিকা

প্রাকৃতিক বিদ্যালয় পরিবেশ বলতে বুঝি, বিদ্যালয় গৃহ কাঠামো, পরিকাঠামো, আসবাবপত্র, ব্যবহৃত হচ্ছে এমন বা উপস্থিত রয়েছে এমন রাসায়নিক এবং জৈবিক পদার্থ, যে জায়গায় বিদ্যালয়ের অবস্থান এবং চারপাশের পরিবেশ অর্থাৎ হাওয়া বাতাস, জল এবং জিনিসপত্র, সরঞ্জাম যা ছাত্র-ছাত্রীদের সংস্পর্শে আসে এবং জমির ব্যবহার, রাস্তা ও অন্যান্য ঝুঁকিসমূহ (WHO Information series on school health)।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যকর প্রাকৃতিক পরিবেশের উন্নতিবর্ধনে নিম্নলিখিত উপাদানগুলির উন্নতিবিধান করাই হবে সমাজকর্মীদের প্রধান কাজ—

- বুনিয়াদি অপরিহার্যতার ব্যবস্থা—
  - আশ্রয়
  - তাপ - উত্তাপ
  - জল
  - খাবার
  - আলো
  - অবাধ বিশুদ্ধ বায়ু চলাচলের সুবিধা
  - শৌচাগারের সুবিধা
  - আপৎকালীন স্বাস্থ্য পরিষেবা
- জৈবিক বিপদ (Biological threats) থেকে রক্ষা করা
  - ঢালাইজনিত পদার্থ
  - বিপদজনক এবং অপর্যাপ্ত জল
  - বিপদজনক খাবার
  - ভেক্টর-বোর্ন ডিসিসেস
  - বিষাক্ত জন্তু
  - রোগবহনকারী এবং ক্ষতিকারক পতঙ্গ
  - অন্যান্য জানোয়ার (উদাহরণ — কুকুর)
- পারিপার্শ্বিক বিপদ থেকে রক্ষা করা—
  - রাস্তা দিয়ে যান চলাচল এবং পরিবহন

- হিংসা এবং অসৎ ও অন্যায়কর্ম
- আঘাত
- সর্বাধিক গরম এবং ঠান্ডা
- বিকিরণ

➠ রাসায়নিক বিপদ থেকে রক্ষা

- বায়ু দূষণ
- জল দূষণ
- ক্ষতিকর কীটপতঙ্গাদিনাশক পদার্থ
- ক্ষতিকারক আবর্জনা
- ক্ষতিকারক পদার্থ এবং সরঞ্জাম
- অ্যাসবেস্টাস, রং
- পরিষ্কার করার পদার্থ

10.5. বিদ্যালয় স্বাস্থ্যবিধানের উন্নতিবর্ধনে সমাজকর্মীর ভূমিকা

UNESCO-র মতে পরিষ্কার জল এবং পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যবিধানের সুযোগসুবিধা হল একটি মৌলিক অধিকার যা স্বাস্থ্য এবং মানুষের মর্যাদা রক্ষা করে থাকে। বিদ্যালয় এই মৌলিক অধিকর রক্ষার ক্ষেত্রে এক অদ্বিতীয় স্থান দখল করে আছে। UNESCO এই মন্তব্যের যথার্থতা নিম্নলিখিত যুক্তিগুলির দ্বারা প্রমাণ করে থাকে—

➠ ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়ে দিনের প্রচুর সময় অতিবাহিত করেন ফলে বিদ্যালয়ের পরিবেশ তাঁদের স্বাস্থ্য এবং মঙ্গালস্থায় গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। স্বাস্থ্যবিধানের সুযোগসুবিধা না থাকা এবং বিপদজনক বিদ্যালয় পরিবেশ, অসুখ, আঘাত অথবা মানসিক আবেগজনিত নিদারুণ যন্ত্রণার কারণ বলে মনে করা হয়।

➠ সাধারণত মনে করা হয় যে শৈশবই হল মানবজীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ সময় যখন শিশুরা স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধে শিক্ষা নিয়ে নিজ ব্যবহারে সদর্থক পরিবর্তন আনতে সক্ষম থাকে। বয়স্কদের তুলনায় শিশুরা অনেক সহজে নতুন চিন্তা ভাবনা এবং অন্যরকম ভাবে কোনো কাজ করা ইত্যাদি নতুনত্ব গ্রহণ করতে সক্ষম। নিত্যনতুন জ্ঞান আহরণ এবং সেই জ্ঞান প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সুযোগ শিশুদের সাহায্য করে সহজেই তাদের ব্যাবহারিক জীবনের পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন ব্যবহার গ্রহণ করতে।

➠ শিশুরা এবং যুবকেরা পরিবারে, ছোটো ভাইবোনদের দেখাশোনায় এবং গৃহকর্মাদিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে তাঁদের জানার এবং সাহায্য করার ব্যাপারে আগ্রহ থাকে অপরিসীম। যদি তাঁর মনে করে যে স্বাস্থ্য এবং পরিবেশজনিত বিষয়গুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এবং এখানে তাঁদের একটা ভূমিকা আছে তবে তাঁরা নিজেদের এবং অন্যদের স্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ যোগদান দেওয়ার ক্ষমতা ধরে। সংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের উপর ভিত্তি করে, তাঁরা পরিবর্তনের পক্ষে জোরালো সওয়াল করতে পারেন তাঁদের পরিবারে এবং সমষ্টিতে। এক্ষেত্রে তাঁদের মূল ভূমিকা হল ক্ষতিকারক অভ্যাসগুলিকে নিয়ে প্রশ্ন তোলা এবং নতুন ব্যবহার ঠিক কেমন হওয়া উচিত তা বুঝিয়ে বলা।

➠ শিশুরা ভবিষ্যতের বাবা-মা এবং তারা এখন যা শিখবে তা আশা করা যায় তারা সারাজীবন প্রয়োগও করবে। ভবিষ্যতের বাবা-মা বলে তাদের মধ্যে সেই যোগ্যতা থাকে যা কর্মসূচির প্রভাব অনেকদিন ধরে বজায় রাখতে সহায়ক হয়।

➠ বিদ্যালয় শুধুমাত্র শিশুদের গুরুত্বপূর্ণ লেখাপড়া করার জায়গাই নয়, তা অবশ্যই সমষ্টি জীবনের অঙ্গ। সমষ্টির অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে সম্পর্ক এবং ছাত্র-ছাত্রী সকলের মাধ্যমে বিদ্যালয় এক বৃহত্তর জনসমষ্টির সংস্পর্শে আসে। যদি বিদ্যালয়ে উপযোগী জল এবং স্বাস্থ্যবিধানের সুযোগসুবিধা থাকে তাহলে তা গ্রামীণ জনসমষ্টি অনুকরণ করে নিজেদের গৃহে বা সমষ্টির অন্যান্য জায়গায় উক্ত সুযোগসুবিধাগুলি যাতে উপলব্ধ হয় তার জন্য সচেষ্ট হবে।

➠ শিক্ষক মহাশয়রা পেশাদার এবং প্রভাবশালী ব্যক্তি বলে সমাষ্টিতে বিবেচিত হন ফলে ছাত্রছাত্রীরা আর অন্যান্য বয়স্করাও তাঁদের অনুকরণ করে থাকেন। এই অবস্থায় তাঁরা যদি স্বাস্থ্যবিধান মেনে চলার ক্ষেত্রে সদর্থক অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটান তাহলে তা অন্যান্য মানুষজন বিশেষকরে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রভাবিত করবে স্বাস্থ্যবিধির সঠিক ও উপযোগী প্রয়োগ ঘটাতে।

➠ স্বাস্থ্যবিধান ও স্বাস্থ্যবিধি না মেনে চলার ফলে উদ্ভূত সমস্যা একদিকে যেমন শিশুদের জন্য সর্বনাশ ডেকে নিয়ে আসে অন্যদিকে তেমনি বয়স্ক শিশু ও কিশোর কিশোরীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হারকেও প্রভাবান্বিত করে। সর্বজনীন বুনিয়াদি শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল শিশুদের পর্যাপ্ত সময়ের জন্য বিদ্যালয়ে উপস্থিতির ব্যবস্থা করা।

UNESCO-এর উপরিউক্ত বক্তব্যগুলি সমাজকর্মীদের সাহায্য করবে বিদ্যালয় স্বাস্থ্যবিধানের উপযোগিতা বুঝতে এবং অবশ্যই অন্যান্য মানুষদের বোঝাতে গিয়ে।

UNICEF এবং IRC বিদ্যালয় স্বাস্থ্যবিধানের গুরুত্ব অনুধাবন করে স্বীকার করেছে যে স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধীয় ব্যবহারের স্থায়ী পরিবর্তন হেতু নিম্নলিখিত তিনটি বিষয় পর্যালোচনা করা আবশ্যক।

➠ পূর্বেই অনুরাগী করে রাখা সম্বন্ধীয় বিষয় — জ্ঞান, অভিব্যক্তি এবং বিশ্বাস।

➠ সাহায্যকারী বিষয় — সম্পদের সহজলভ্যতা অর্থাৎ শৌচাগারের ব্যবস্থা, নিরাপদ পানীয় জলের জোগান; ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্যকরা যাতে উপলব্ধ জ্ঞান, অভিব্যক্তি এবং বিশ্বাসের পরিবর্তন ঘটিয়ে তারা আকাঙ্খিত ব্যবহারে উপনীত হতে পারে।

➠ নব বলে শক্তিবৃদ্ধিজনিত বিষয় (Reinforcing factors) — ছাত্র-ছাত্রীদের কোনো ব্যবহারকে স্থায়ী করতে যে বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ তা হল বাবা-মা, অভিভাবক এবং বন্ধুদের কাছ থেকে গৃহীত সাহায্য ও সহযোগিতা।

উপরিউক্ত বিষয়গুলিকে মাথায় রেখে সমাজকর্মী বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যবিধানের উন্নতিবর্ধনে রত হবেন। ছেলে মেয়েদের জন্য পৃথক শৌচাগার নির্মাণ করার জন্য তঁদের স্থানীয় পঞ্চায়েত এবং স্যানিটারি মার্টের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। সমাজকর্মী অবশ্যই বাবা-মা অভিভাবক এবং বিদ্যালয়ছুট বন্ধুদের মধে স্বাস্থ্যবিধানের উপযোগিতা সম্বন্ধে সচেতনতা বাড়াতে সচেষ্ট হবেন এবং তাদের উৎসাহ দেবেন যাতে তাঁরা তাঁদের নিজেদের বাড়িতে শৌচাগার বানিয়ে নেন (যদি তাঁদের বাড়িতে না থাকে)। সবশেষে সমাজকর্মী ছাত্র-ছাত্রীদের শেখাবেন কেমন করে সঠিক উপায়ে শৌচাগার ব্যবহার করতে হয় এবং মলত্যাগের পর অবশ্যই হাত ধোয়া উচিত।

10.6. চাইল্ড টু চাইল্ড প্র্যাকটিসের উন্নতিবর্ধনে সমাজকর্মীর ভূমিকা

এই চাইল্ড টু চাইল্ড পদ্ধতি ব্যবহার করে স্বাস্থ্যশিক্ষা দেওয়া প্রথম শুরু হয় 1978 সালে যখন লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল স্বাস্থ্য ও শিক্ষাক্ষেত্রের পেশাদারেরা বিদ্যালয়গামী শিশুদের বয়সি ছেলেমেয়েদের মধ্যে বুনিয়াদি স্বাস্থ্য তথ্যাবলি আহরণ এবং বিতরণের ব্যবস্থা করেন। এই পদ্ধতি তথা পথের মূল বক্তব্য হল যে যদি শিশুদের প্রয়োজনীয় সুযোগ দেওয়া সম্ভব হয় তবে তারাও স্বাস্থ্যের উন্নতিতে এবং নিজেদেরও অন্যান্য যারা

একই বাড়িতে অথবা পাড়ায় থাকেন তাদের জন্য মঙ্গলাবস্থা সুনিশ্চিত করতে এক গুরুত্বপূর্ণ যোগদান দিতে সক্ষম।

সারা গিভস, গিলিয়ান মান এবং নিকোলা ম্যাথারস্ (2002)-এর মতে চাইল্ড টু চাইল্ড প্র্যাকটিসের কিছু অভীষ্ট ফলাফলগুলি হল—

- সমষ্টিগত সমস্যা সমাধানে শিশুরা অনুভব করবে তাদের যোগ্যতা।
- শিশুরা নিজেদের সম্বন্ধে ভালো ধারণা পোষণ করতে পারবে।
- গোষ্ঠীর মাধ্যমে শিশুরা ভালোভাবে কোনো কাজ সমাধা করতে সক্ষম হবে।
- শিশুরা তাদের পছন্দসই বিষয়ে অনেক বেশি জানতে এবং শিখতে পারবে।
- শিশুরা সহজেই এবং খোলামনে বয়স্কদের সাথে যোগাযোগ করতে এবং কথাবার্তা বলতে পারবে।
- শিশুরা সহজেই তাদের জীবনযাত্রা সম্পর্কিত কোনো বিষয়ে নিজের মতামত জানাতে সক্ষম হবে।
- শিশুরা তাদের সমষ্টির সম্পদ এবং পরিসেবা সম্পর্কে অনেক বেশি জানতে পারবে।
- সমষ্টিও সক্ষম হবে খোলা মনে শিশুদের কথা শুনতে এবং তাদেরকে সুযোগ দিতে যাতে তারা সমষ্টির কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে।
- শিশুদের অভিপ্রায় এবং যোগ্যতাকে পরিবার এবং সমষ্টি সম্মান জানাবে।

সারা গিভস, গিলিয়ান মান এবং নিকোলা ম্যাথারস্-এর লেখায় আবার আমরা জানতে পারি একজন সমাজ কর্মী কীভাবে চাইল্ড টু চাইল্ড অ্যাপ্রোচের উন্নতিবর্ধন করতে সক্ষম হবে—

- শিশুদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনন।
- শিশুদের মতামত এবং অভিজ্ঞতা ঐকান্তিক ভাবে (Serioussly) গ্রহণ করুন।
- নমনীয়তা প্রদর্শন করুন।
- আপনার ব্যবহার সহজ রাখুন যাতে সহজেই শিশুরা তাদের সমস্যার কথা আপনাকে বলতে পারে।
- চাইল্ড টু চাইল্ড প্র্যাকটিসের ক্রমাগ্রসরণের জন্য সময় দিন।
- পথপ্রদর্শন করুন এবং উৎসাহ দিন।
- শিশুদের চাহিদা/প্রয়োজনীয়তা বিচার বিবেচনার মধ্যে আনুন।
- কৌতুকরসবোধ থাকা বাঞ্ছনীয়।
- ধৈর্যশীল হোন।
- গণতান্ত্রিক হতে হবে।
- সমালোচনা মন দিয়ে শুনুন।
- বাস্তব সুযোগ (Concrete opportunities) দিন।
- শিশুদের নিয়মিত ভাবে সংশ্লিষ্ট এবং প্রয়োজনীয় সংবাদ প্রদান করুন (Feedback)।
- ক্ষমতা শিশুদের সাথে ভাগ করে নিন।
- ভুল থেকে শিক্ষা নিতে শিখুন।

চাইল্ড টু চাইল্ড ট্রাস্ট নিম্নলিখিত ছটি পদক্ষেপের কথা বলে থাকে যা চাইল্ড টু চাইল্ড অ্যাপ্রোচের উন্নতিবর্ধনে সহায়ক —

স্থানীয় কোনো একটি স্বাস্থ্য সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং তার সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা— শিশু এবং/অথবা তাদের শিক্ষক মহাশয়েরা/ফ্যাসিলিটেটররা কোনো একটি জরুরি স্বাস্থ্য বিষয়কে চিহ্নিত করবেন। ওই স্বাস্থ্য বিষয়টি বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট হতে পারে বা সমষ্টিতে শুরু হয়েছে এমন স্বাস্থ্য আন্দোলন

সম্বন্ধীয় বিষয় হতে পারে। একবার বিষয়টি চিহ্নিত করার পর শিশুরা ওই বিষয়টি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের উদ্দেশ্যে পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে থাকে।

বিষয়টি সম্পর্কে আরো গভীর ভাবে জানা— এই পদক্ষেপে শিশুরা আরো প্রয়োজনীয় নানা তথ্য সংগ্রহ করে বিষয়টিকে বোঝার চেষ্টা করবে। এই কাজের কিছুটা বিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ করা সম্ভব অন্যদিকে বাকি কাজ সমষ্টিতে বা বাড়িতে করতে হবে। আদর্শগত দিক থেকে এর ফলে শিশুরা জানতে শেখে কীভাবে তথ্যসংগ্রহ এবং তা লিপিবদ্ধ করতে হয়। আবার এর দ্বারা তাদের যোগাযোগ জ্ঞাপনের কৃৎকৌশলেরও (Communication stills) উন্নতি হয়।

সংগৃহীত তথ্য নিয়ে আলোচনা এবং পরিকল্পনা প্রণয়ন— শিশুরা এখানে তাদের সংগৃহীত তথ্য সুবিন্যস্ত করে এবং তার দ্বারা পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। শিক্ষক/শিক্ষিকারা এই পরিকল্পনা প্রণয়নে অংশ নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ভুল এবং সঠিক তথ্যের মধ্যে পার্থক্য বুঝিয়ে দিয়ে থাকেন।

কর্মসূচির রূপায়ণ — পরিকল্পনা অনুযায়ী শিশুরা এই পদক্ষেপে কর্মসূচি রূপায়ণে অগ্রসর হয়। এই কর্মসূচিগুলি বিদ্যালয়ে বা সমষ্টিতে বা বাড়িতে হয়ে থাকে। তবে তা সাধারণত নির্ভর করে কী ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে কাজ করা হচ্ছে তার উপর, স্থানীয় রীতি-রেওয়াজ, সংস্কৃতির সমষ্টির মধ্যে আন্তসম্পর্ক, সমষ্টি এবং বিদ্যালয়ের মধ্যে সম্পর্ক ইত্যাদির উপরেও কীধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে তা নির্ভর করতে পারে।

মূল্যায়ন — ফলাফল আলোচনা — ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের শিক্ষকরা মিলে কর্মসূচিগুলির উপযোগিতা মূল্যায়ন করে থাকে। যদি কোনো অভাবনীয় সমস্যা দেখা যায় তাহলে সেই সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা খুবই প্রয়োজন।

পরবর্তী সময়ে আরো কীভাবে উপযোগিতা বৃদ্ধি করা সম্ভব এবং কর্মসূচির স্থায়ী রূপদানের লক্ষ্যে আলোচনা— এই পদক্ষেপে ছাত্র-ছাত্রীরা যে সব কর্মসূচি রূপায়ণ করছে তার উন্নতিবর্ধনে এগিয়ে আসে এবং এক্ষেত্রে যদি তারা সঠিক মনে করে তবে তারা কোনো কর্মসূচি ফের রূপায়ণ করে অথবা ওই কর্মসূচি রূপায়ণ প্রসারিত/দীর্ঘতর করে।

10.7. প্রশ্নাবলি

1. বিদ্যালয় স্বাস্থ্যের উন্নতিবর্ধনে সমাজকর্মীরা কী ধরনের ভূমিকা নিয়ে থাকেন?

10.8. গ্রন্থপঞ্জি

1. Developmental Psychology : A Life-Span Approach (5th Edition)–by Elizabeth B. Hurlock
2. Human Development (9th Edition) by Diane E. Papalia, Sally Wendkos Olds and Ruth Duskin Feldman